রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১১, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.০২০—সাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য এবং রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ গত ০৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

২। সাবেক মন্ত্রী মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৬ পৌষ ১৪২৩/০৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৬ পৌষ ১৪২৩ / ০৯ জানুয়ারি ২০১৭

সাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য এবং রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ গত ০৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জনাব মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ ১৯৪২ সালের ২১ মার্চ যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে বিএ (সম্মান) এবং ১৯৬২ সালে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

জনাব মোস্তফা ফারুক ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে কমনওয়েল্থ স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে অধ্যয়নকালে সিএসএস পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৬ সালে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি জাপানে পাকিস্তান দূতাবাসে নিয়োগ পান। পরে জাকার্তায় কর্মকালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি গোপনে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক তৎপরতা চালান।

বর্ণাঢ্য পেশাগত কূটনৈতিক জীবনে জনাব ফারুক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থেকে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারত, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, মিশর ও রাশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় মিশরের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কোন্নয়নে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ ছাড়া ১৯৭৪ সালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থল-সীমান্ত চুক্তির ক্ষেত্রেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের বিকল্প প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মোস্তফা ফারুক ২০০১ সালে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আওয়ামী লীগে যোগদানের মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-২ আসন থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী হিসাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। উল্লেখ্য যে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিশিষ্ট এ রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে দেশ একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিককে হারাল। দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd